১৪. পবিত্রতা এবং বাধ্যতা

প্রথমবার এই বিষয় দুটির দিকে তাকালে আমাদের মনে হতে পারে এগুলো আলাদা আলাদা দুটি বিষয়। কিন্তু আসলে কি তাই? এই দুটি বৈশিষ্ট একটি অন্যটির সাথে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের জানা প্রয়োজন যে কিভাবে এই বিষয়দুটি সম্পর্কযুক্ত।

মূল পাঠ: গণনাপুস্তক ৬:১:২১

নাসরীয় শপথ গ্রহন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়। পুরুষের ক্ষেত্রেই হোক আর নারীর ক্ষেত্রেই হোক, আলাদা হয়ে থাকবার এই শপথ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা হত, কারন এর নিয়মগুলো ছিল অত্যন্ত কঠোর: দ্রাক্ষা লতা (বা আঙ্গুর গাছ) থেকে আসা সবকিছু থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে, চুল কাটা যাবে না এবং কোন মৃত দেহের কাছে যাওয়া যাবে না। এই কাজগুলো করা কোন ইস্রায়েলীর পক্ষে সহজ বিষয় ছিল না। সেইসময়ের দিনগুলোতে পানি প্রাইয় দূষিত থাকবার কারনে পনির বদলে দ্রাক্ষারস (বা আঙ্গুর রসের মদ) পান করা ছিল বেশি গ্রহনযোগ্য একটি বিষয়; উকুন এবং মাছি নিয়ন্ত্রন করাও ছিল একটি জটিল বিষয়, সেকারনে চুল ছোট রাখা ছিল একটি বাস্তবধর্মী সমাধান; আর অসুখ-বিসুখ আর মহামারী এতটাই নিয়মিত ঘটত যে সেগুলো থেকে সংগঠিত মৃত দেহ থেকে দূরে থাকাও অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয় ছিল।

১. কেন কোন ব্যক্তি স্বইচ্ছায় এই আলাদা হবার শপথ গ্রহন করবে?
২. এই নিয়মগুলোর মানে আসলে কি ছিল?
৩. নাসরীয় হবার শপথকে কেন আলাদা হবার শপথ বলা হত?
৪. তাদের চুল লম্বা রাখার গুরুত্ব কি ছিল? এর পরিনতি বা ফলাফল আসলে কি ছিল?
৫. আলাদা হবার এই শপথ কেবল নিজের ইচ্ছায়ই করা সম্ভব হত। নতুন নিয়মে এর সমতুল্য এমন কিছু আছে কি?
৬. আলাদা হয়ে থাকবার এই সময়কালে কেউ যদি কোন ভাবে নিজেকে অশুচি বা অপবিত্র করত তাহলে তার পূর্বের দিনগুলো আর গোনা হত না (১২ পদ)। এই ঘটনা আমাদের কাছে ঈশ্বরের স্বভাব এবং তার সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে কি প্রকাশ করে?
৭. নাসরীয়দেরকে পবিত্র এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আলাদা হতে হত।
এই শপথ আমাদেরকে পবিত্রতা এবং বাধ্যতা সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

পবিত্রতা মানে আসলে কি?

পবিত্রতা সম্পর্কে কথা বলা হয়তো আমাদের কাছে অনেক সহজ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পবিত্র হওয়া যে আসলে যে কি অর্থ প্রকাশ করে তা যদি আমরা না বুঝি, তহলে আমাদের সব কথাই মূল্যহীন। পবিত্র হওয়ার প্রকৃত অর্থ ব্যক্ত করে এমন কিছু শব্দ হল: পবিত্র হওয়া, পবিত্র উদ্দেশ্যে আলাদা হওয়া, পাপহীন, শুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। তবে এসব কোন কোন শব্দের অর্থ বোঝা আসলে মূল "পবিত্র" শব্দটির থেকে কঠিন। আপনি কি আপনার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন পবিত্র হওয়া মানে আসলে কি?

“আমি পবিত্র”

> যিনি তোমাদের ডেকেছেন তিনি যেমন পবিত্র, তোমরাও তোমাদের সমস্ত চালচলনে ঠিক তেমনি পবিত্র হও। পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বর বলেছেন, “আমি পবিত্র বলে তোমাদেরও পবিত্র হতে হবে।” (১ পিতর ১:১৫-১৬)

স্বাভাবিক ভাবে যেহেতু আমরা পবিত্র নই, সেকারনে পবিত্রতা যে আসলে কি তা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে কঠিন। ঈশ্বর আমাদের এই সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারেন, আর তাই তিনি তার পবিত্রতা আমাদের কাছে কথার বদলে তার কাজের মাধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। ভাল এবং মন্দ কাজের প্রতি ঈশ্বর যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তার মাধ্যমে ঈশ্বরের পবিত্র স্বভাবকে আমরা সামান্য এক পলক দেখতে পাই, যা আমাদের তুলানায় ব্যপকভাবে আলাদা।

ঈশ্বর ইস্রায়েলের সাথে যেভাবে কাজ করেছেন সেটি একটি ভাল উদাহরণ। ঈশ্বরের মনোনিত এই জতি ঈশ্বরের ধর্মনিষ্ঠ বিচারের মধ্যে দিয়ে বার বার তার ক্রোধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে - ৪০ বছরে মরুপ্রান্তরে সকল অবাধ্য ইস্রায়েলীদের মৃত্যু, ব্যবিলনে জোরপূর্বক নির্বসন, সারা পৃথিবী জুরে যিহুদীদের ছত্রভঙ্গ করে ছড়িয়ে পড়া। অন্যদিকে দাউদের, ইষ্রা, নহিমিয় আর হিষ্কিয়ের সময়ে ইস্রায়েলের উপর আশীর্বাদ ঢেলে দেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তার লোকদের জন্য তার ধর্মনিষ্ঠ ভালবাসা প্রদর্শন করেন। তার ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া এবং আশীর্বাদ করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।

> কিন্তু তিনি সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু ন্যায়বিচার করে মহান থাকবেন; পবিত্র ঈশ্বর তাঁর সততার জন্য পবিত্র বলে প্রকাশিত হবেন। (যিশাইয় ৫:১৬)

ছোট এই জতিটির সাথে ঈশ্বরের আচরনের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে পবিত্রতা কেবল পাপহীন এবং আলাদা হওয়াই নয়, বরং তার চেয়ে আরো অনেক বেশিকিছু; পবিত্রতা হল ঈশ্বরের পরিপূর্ণ আচরন। মোশি এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিল যখন ঈশ্বর মোশির কাছে নিজের নাম প্রকাশ করেন:

> তিনি মোশির সামনে দিয়ে এই কথা ঘোষনা করতে করতে গেলেন, “সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, তিনি মমতায় পূর্ণ দয়াময় ঈশ্বর। তিনি সহজে অসন্তুষ্ট হন না। তাঁর অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সীমা নেই। তার অটল ভালবাসা হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত থাকে। তিনি অন্যায়, বিদ্রোহ ও পাপ ক্ষমা করেন, কিন্তু দোষীকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। তিনি বাবার অন্যায়ের শাস্তি তার বংশের তিন-চার পুরুষ পর্যন্ত দিয়ে থাকেন। (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭)

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ

বাইবেলে "পবিত্র" শব্দটি ৫০০ বারেরও বেশী উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্রতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর সেকারনে এটিকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ গুলোর বেশিরভাগেই ঈশ্বরের পবিত্রতার বিষয়ে বলা হয়েছে - ঈশ্বর চান যেন আমরা জানতে পারি যে তিনি পবিত্র, অত্যন্ত পবিত্র।

ঈশ্বরের পবিত্রতা

যাত্রাপুস্তক ১৫:১১; লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪-৪৫; ১৯:২; যিশাইয় ৫:১৬; যিহিকেল ২৮:২৫; ৩৬:২৩; ৩৭:২৮; ৩৮:২৩; ৩৯:৭,২৭; হবক্কুক ১:১২; লুক ১:৪৯; ১ পিতর ১:১৫-১৬; প্রকাশিত বাক্য ৪:৮; ১৫:৪।

ইসরায়েলের পবিত্রতা

যাত্রাপুস্তক ১৯:৬; ২২:৩১; দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:২; ২৬:১৯; ২৮:৯; যিরমিয় ২:৩; দানিয়েল ১২:৭; সখরিয় ২:১২।

বিশ্রামবারের পবিত্রতা

আদিপুস্তক ২:৩; যাত্রাপুস্তক ১৬:২৩; ২০:৮,১১; ৩১:১৩-১৭; যিরমিয় ১৭:২২-২৪,২৭; যিহিকেল ২০:২০; ৪৪:২৪।

উপসানা ঘরের পবিত্রতা

গীতসংহিতা ১৫:১; ২৪:৩; যিশাইয় ৬৪:১১; ৬৬:২০; যিহিষ্কেল ৪৩:১২; যোনা ২:৪,৭; মীখা ১:২; হবক্কুক ২:২০; সখরিয় ১৪:২০-২১; মথি ২৪:১৫; ইফিষীয় ২:২১।

নবী বা ভাববাদীদের পবিত্রতা

প্রেরিত ৩:২১; ২ পিতর ৩:২।

আইন-কানুনের পবিত্রতা

দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৮-৯; রোমীয় ৭:১২।

যেরুশালেমের পবিত্রতা

যিশাইয় ৫২:১; দানিয়েল ৯:১৬,২৭; যোয়েল ৩:১৭; ওবদিয় ১৬-১৭; সখরিয় ৮:৩; মথি ২৭:৫৩; প্রকাশিত বাক্য ২১:২,১০।

বিশ্বাসীদের পবিত্রতা

লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪-৪৫; ১৯:২; ২০:৭,২৬; ইফিষীয় ১:৪; ২:২১; ৪:২৪; ৫:৩,২৫-২৭; কলসীয় ১:২২; ১ থিষলনীকীয় ৩:১৩; ৪:৪,৭; ২ থিষলনীকীয় ১:১০; ১ তীমথিয় ২:২,৮,১৫; ২ তীমথিয় ১:৯; ২:২১; তিত ১:৮; ইব্রীয়২:১১; ১০:১০,১৪; ১২:১০,১৪; ১৩:১২; ১ পিতর ১:১৫-১৬; ২:৫,৯; ২ পিতর ৩:১১।

আমি কি পবিত্র?

ঈশ্বর বলেছেন পবিত্র হও কারন আমি পবিত্র (লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪)। আমরা কেবল একটি উপায়ে পবিত্র হতে পারি - আর তা হল ঈশ্বরের দয়ার মাধ্যমে। আমরা যদি তার বাক্যে সাড়া দেই এবং খ্রীষ্টের দেওয়া সকল আদেশ পালন করি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করার এবং পবিত্র করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। পৌল লিখেছেন,

> তোমরা যারা স্বামী, খ্রীষ্ট যেমন মন্ডলীকে ভালবেসেছিলেন এবং তাঁর জন্য নিজেকে দান করেছিলেন ঠিক তেমনি তোমরাও প্রত্যেকে স্ত্রীকে ভালবেসো। খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য হল যেন তিনি মন্ডলীকে পবিত্র করবার জন্য তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে জলে ধুয়ে মহিমাপূর্ণ অবস্থায় নিজের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। সেই সময় মন্ডলীর মধ্যে কোন কলংকের দাগ, খুঁত বা ঐরকম কোন কিছু থাকবে না, বরং তা পবিত্র ও নিখুঁত হবে (ইফিষীয় ৫:২৫-২৭)

খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা আবৃত হওয়াই কেবল একমাত্র পথ যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্র হতে পারি। পবিত্রতার উপহার হল ঈশ্বরের নিশ্চয়তা যে আমরা অবিনশ্বর, অমরনশীল আর প্রকৃত পবিত্র হিসেবে পুনরুত্থিত হব (১ করিন্থিয় ১৫:৫০-৫৪)। আর এই উপহার ছাড়া আমাদের কোন আশা নেই: "পবিত্র না হলে কেউ প্রভুকে দেখতে পাবে না" (ইব্রীয় ১২:১৪)

একজন পাপী ব্যক্তির পবিত্র ব্যক্তিতে রুপান্তর হওয়ার ধাপগুলো অনেকটা এইরকম:

পাপ ⟶ বিশ্বাস ⟶ মন পরিবর্তন করা (বা অনুতপ্ত হওয়া) ⟶ বাপ্তিস্ম ⟶ বাধ্যতা ⟶ ক্ষমা ⟶ পবিত্রতা

অনেকে কেবল বিশ্বাস এবং ক্ষমার উপর তাদের দৃষ্টি নিবন্ধন করে এবং বাধ্যতাকে তাদের জীবনে প্রায় উপেক্ষা করে থাকে। তবে বাধ্যতা ছাড়া ক্ষমা পাওয়া সম্ভব না এবং ঈশ্বর আমাদের পবিত্র বলে বিবেচনা করবেন না।

আমি কি বাধ্য?

বাধ্যতা হল ঈশ্বরের বাক্যে আমাদের সাড়া। যীশু বলেছেন,

> যদি কেউ আমাকে ভালবাসে তবে সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলবে। আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন এবং আমরা তার কাছে আসব আর তার সংগে বাস করব। যে আমাকে ভালবাসে না সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে না। যে কথা তোমরা শুনছ তা আমার কথা নয় কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতারই কথা (যোহন ১৪:২৩-২৪)

আমরা যত বেশি ঈশ্বরের কাছে আসি, তার বধ্য হয়ে চলা ততই সহজ হয়ে ওঠে কারন আমরা আমাদের পিতাকে খুশি করতে চাই। উপরের রেখাচিত্রটি দেখায় বিশ্বাস এবং মনপরিবর্তনের ফল হিসেবে আমাদের জীবনে বাধ্যতা আসে। আমরা যদি বিশ্বস্ত হই তার মানে আমরা বাধ্য হতে চাই। আর আমরা যদি ব্যর্থ হই বা পড়ে যাই ঈশ্বর আমাদের ধরে তুলবেন - ঈশ্বর আমাদের ধরার জন্যই সবসময় প্রস্তুত আছেন - তিনি খুব সহজে তার সন্তানদের ব্যর্থ হতে দেবেন না।

> এই জন্য তোমাদের মনকে জাগিয়ে তোল ও নিজেদের দমনে রাখ। যীশু খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হবেন তখন তোমরা যে আশীর্বাদ পাবে সেই আশীর্বাদ পাওয়ার পূর্ণ আশা নিয়ে অপেক্ষা কর। ঈশ্বরের বাধ্য সন্তান হিসাবে তোমরা তোমাদের আগেকার মন্দ ইচ্ছা অনুসারে জীবন কাটায়ো না; তখন তো তোমরা ঈশ্বরকে চিনতে না। তার চেয়ে বরং যিনি তোমাদের ডেকেছেন তিনি যেমন পবিত্র, তোমরাও তোমাদের সমস্ত চালচলনে ঠিক তেমনি পবিত্র হও। পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বর বলেছেন , “আমি পবিত্র বলে তোমাদেরও পবিত্র হতে হবে।”(১ পিতর ১:১৩-১৬)

সারাংশ

ঈশ্বর তার ধর্মনিষ্ঠ বিচার, সহানুভুতি আর ভালবাসার মধ্যে দিয়ে কাজের মধ্যে দিয়ে তার পবিত্রতা প্রকাশ করেন। মনপরিবর্তন আর বাধ্যতার মধ্যে দিয়ে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্র হয়ে ওঠে। প্রকৃত সত্য বিশ্বাসীদেরকে অমরনশীল আর পবিত্র হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে।

চিন্তার উদ্দীপক

১. আপনি কি মনে করেন আপনি পবিত্র। ব্যখ্যা করুন।
২. ১ পিতর ১:২২-২৩ পড়ুন। এই অংশে পবিত্রতা এবং বাধ্যতার বিষয়ে কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?
৩. পুরাতন নিয়মের অধীনে বাধ্যতা থেকে নতুন নিয়মের অধীনের বাধ্যতা কিভাবে আলাদা? এগুলোর মধ্যে কি কি মিল রয়েছে। কিছু উদাহরণ দিন।
৪. নতুন নিয়মে ঈশ্বর তার লোকেদের কাছে কিভাবে তার পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন?
৫. হোশেয় ৬:৬ পদে ঈশ্বর যখন বলেছেন “আমি বিশ্বস্ততা চাই, পশু-উৎসর্গ নয়; পোড়ানো-উৎসর্গের চেয়ে আমি চাই যেন মানুষ সত্যিকারভাবে ঈশ্বরকে চেনে।” তার দ্বারা ঈশ্বর কি বুঝিয়েছেন? তিনি কি তার লোকদের পশু আর পোড়ানো-উৎসর্গ করার আদেশ দেন নি? এই পদগুলো তাহলে বাধ্যতা আর পবিত্রতা সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. ঈশ্বর তার ইস্রায়েলীদের কাছে তার পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন এমন কিছু ঘটনার একটি তালিকা তৈরী করুন। আপনি কি মনে করেন, ইস্রায়েল কি ঈশ্বরের পবিত্রতা বুঝতে পেরেছিল?

২. ক. বাধ্যতার অর্থ আপনার কাছে কি সে বিষয়ে কারো সাথে আলোচনা করুন বা একটি কাগজে লিখুন।
খ. বাইবেল থেকে কিছু অস্বাধারণ বাধ্যতার উদাহরণ খুজে বের করুন (পুরাতন এবং নতুন উভয় নিয়ম থেকে)।
গ. বাধ্যতা এবং পবিত্রতার মধ্যে আসলে কি সম্পর্ক রয়েছে?

৩. কেউ কেউ দাবী করে থাকে ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম সময় এবং স্থানের পর্থক্য অনুসারে খাপ খাইয়ে নেওয়া (বা প্রয়োজন অনুসারে সংযোজন বিয়োজন করা) প্রয়োজন। এবিষয়ে আপনার মাতমত সমর্থন করে এমন কিছু বাইবেলের পদ ব্যবহার করে এই ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করুন।

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- *The genius of decipleship* লেখক Dennis Gillett (The Christadelphian কর্তৃক ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত)। ২০ (৫ পৃষ্ঠা) ১১ অধ্যায় “Holiness” ৫ পৃষ্ঠা।

আরো দেখুন

৬. ঈশ্বর কেমন
১০. উপাসনা
১৩. মুর্তিপূজা
৩৮. দয়া